দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার

আজ থেকে শুরু হচ্ছে ৫ম ঢাকা বইমেলা। এই মেলা ১৫ দিন ধরে চলবে। এবারের শ্লোগান– 'পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার চাই'। মেলার আয়োজন করেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

ঢাকা বইমেলার একটা করে 'থিম' থাকে। এবারের থিম 'পাঠাগার প্রসার'। এই বইমেলার সবকিছুতেই সেই থিমের প্রচারণা চলবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, শিশু–কিশোর ও তরুণদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এই উপলক্ষে সারাদেশে বেশি করে পাঠাগার গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হবে।

এদেশে সবকিছুর জন্যই 'আন্দোলন' আছে। রীতি অনুযায়ী 'পাঠাগার আন্দোলনের' কথা বহুবার শোনা গেছে। কিন্তু জনসংখ্যা ও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাঠাগারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাড়া তো দূরের কথা বরং কমে গেছে। একদা স্থানীয় ভূস্বামী, শিক্ষানুরাগী ও দানশীল ব্যক্তিদের আনুকূল্যে যেসব পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে উঠেছিল সে সবের অনেকগুলো উঠে গেছে কিংবা জরাজীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। দেশের স্কুল–কলেজগুলোতে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগারগুলোর অবনতি হয়েছে। নতুন স্কুল–কলেজে পাঠাগার এখনও 'লাক্সারি আইটেম' বলে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পাবলিক লাইব্রেরির জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র হওয়া উচিত পাঠাগার আন্দোলনের টার্গেট।

ঢাকা মহানগরীতে বিত্তশালী, শিক্ষানুরাগী ও সংস্কৃতিকর্মীর ছড়াছড়ি থাকলেও 'পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার' নেই। পাঠাগার স্থাপনের কোন উদ্যোগও নেই। ঢাকার বর্তমান মেয়র সাহেব বেশ কয়েকবার বলেছেন প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে 'কমিউনিটি সেন্টার' নির্মাণ করা হবে এবং তা হবে সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃতি কেন্দ্র। তিনি যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারতেন তা হলে ঢাকা মহানগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তত একটি করে পাঠাগার পাওয়া যেত। ঢাকা মহানগরীর 'পাড়ায় পাড়ায়' যে পরিবেশ এখন বিরাজ করছে তাতে বেসরকারি উদ্যোগে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করার মত জায়গা জোগাড় করাটাই মহাসমস্যা।

ঢাকার বাইরে সরকারি অর্থানুকূল্যে যে কটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে সেগুলোতে নিয়মিত বইপত্র সরবরাহ, লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদির ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতার খবর হরহামেশাই পাওয়া যায়। অল্প কিছুদিন পরই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা উপজেলার উন্নয়নের দায়িত্ব পাবেন। 'পাঠাগার আন্দোলনে' স্থানীয় সরকারগুলো বড় ভূমিকা রাখতে পারে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এখন থেকে প্রস্তুতি নিলে 'পাঠাগার প্রসার' অনেক বড় হতে পারে।

বিগত সরকারের আমলের বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠাগারের নামে বেশ কিছু টাকা পানিতে ফেলা হয়েছিল। অনেকেই তদবিরের জোরে গ্রামে–গঞ্জে ও মফস্বল শহরে পাঠাগারের জন্য টাকা–পয়সা নিয়ে সটকে পড়েছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেসব পাঠাগারের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি, এমনকি সাইনবোর্ডও না। আমরা ধরে নিচ্ছি বর্তমানে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের অপচয় বন্ধ হয়েছে।

পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার আন্দোলনকে সার্থক করতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রতিটি স্কুল–কলেজের পাঠাগার সমৃদ্ধ করার জন্য নিয়মিত বই কিনতে হবে এবং পাঠাগারের জন্য লাইব্রেরিয়ান, আসবাবপত্র, স্টেশনারির ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য 'প্রাইভেট–পাবলিক' পার্টনারশিপের প্রয়োজন হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার এ কাজে নেতৃত্ব দিতে পারেন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কি পারবে এ ব্যাপারে ক্যাটালিস্টের ভূমিকা পালন করতে? দেশে যত বেশি পাঠাগার চালু থাকবে, মানুষের পাঠাভ্যাস যত বাড়বে, আমাদের ম্রিয়মাণ প্রকাশনা শিল্প তত বেশি চাঙ্গা হবে। ঢাকা বইমেলায় প্রকাশকরা অংশগ্রহণ করছেন, পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার স্থাপনের ব্যাপারে তাদেরও স্বার্থ আছে।